ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

১. টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। টিআইবি যে পাঁচটি খাতকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে শিক্ষা খাত তার মধ্যে অন্যতম। টিআইবি'র অধীনে ইতোমধ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় 'পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস: প্রক্রিয়া, কারণ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়েছে।

২. এই গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো, প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়া ও কারণ চিহ্নিত করা এবং উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা।

৩. এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কী?

বিশ্লেষণধর্মী এই গবেষণায় মূলত গুণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের গুণগত তথ্য সংগ্রহ কৌশল যেমন: মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, এবং প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাথমিক ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তথ্যের প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে: শিক্ষাবোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিজি প্রেসের কর্মকর্তা- কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রশ্ন প্রণেতা, তদন্ত কমিটির সদস্য, শিক্ষাবিদ; সাংবাদিক, কোচিং সেন্টারের মালিক, ফটোকপির দোকানের কর্মকর্তা এবং অভিভাবক ও শিক্ষার্থী। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে: সংশ্লিষ্ট আইন, সরকারি প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশনা, সরকারি প্রতিবেদন, তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ, প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ।

৪. এই গবেষণার সময়কাল কী?

২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে জুলাই পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৫. প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও বিতরণের সাথে জড়িত বিভিন্ন অংশীজনের (স্টেকহোল্ডার) ভূমিকা বিষয়ে টিআইবি'র কোনো পর্যবেক্ষণ আছে কী?

মূল প্রতিবেদনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বিজি প্রেস, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে টিআইবি'র পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে।

৬. গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে ও একাধিক সূত্র হতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৭. এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধের জন্যে মূল সুপারিশসমূহ কিকি?

'পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯২' এর ৪ নং ধারা পুনরায় সংশোধন করে শাস্তির মাত্রা পূর্বের ধারা অনুযায়ী পুনর্বহাল এবং আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধকরণে সরকারের 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২ এর অস্পষ্টতা দূর করা এবং কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন প্রণোদনাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং প্রশ্ন ফাঁস রোধ ও সৃজনশীল পদ্ধতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গাইডবইয়ের আদলে প্রকাশিত সহায়ক গ্রন্থাবলী বন্ধে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর তদারকি বৃদ্ধি ও বিদ্যমান আইনের অধীনে শাস্তি নিশ্চিত করা, ঝুঁকি কমাতে প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণের কাজটি পরীক্ষামূলকভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞের

পরামর্শ গ্রহণ, প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে গঠিত যেকোন তদন্ত প্রতিবেদনের ফল জনসম্মুখে প্রকাশ এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রশ্ন ফাঁস রোধে বহুনির্বাচনী প্রশ্নব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে রহিতকরণ ইত্যাদি।

৮. সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে টিআইবি'র পক্ষ থেকে একাধিকবার চিঠি, ই-মেইল এবং টেলিফোনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যোগাযোগ করা হয়। পরবর্তীতে খসড়া গবেষণা প্রতিবেদনের ফলাফল দু'টি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য পুনরায় যোগাযোগ করেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এছাড়া শিক্ষাবোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিজি প্রেসের কর্মকর্তা- কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রশ্ন প্রণেতা, তদন্ত কমিটির সদস্য, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, কোচিং সেন্টারের মালিক, ফটোকপির দোকানের কর্মকর্তা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী ও অভিভাবক ফোরামের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

৯. এই গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসিই), জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি ও এইচএসসি) পরীক্ষাগুলো গবেষণার আওতাভুক্ত ছিল। এখানে পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন, মডারেশন, ছাপানো, পরিবহন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি; প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়া ও কারণ; প্রশ্ন ফাঁস রোধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা হয়েছে ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর আলোচনা করে সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

১০. এই গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কী?

এই গবেষণায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন পদ্ধতি আলোচনা করে বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রশ্ন ফাঁসের সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ কিছু পর্যায় চিহ্নিত করা হয়েছে এবং একইসাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণার নীতি অনুযায়ী প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সংশ্লিষ্টতা সুনির্দিষ্টভাবে তুলে না ধরে প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়া ও ফাঁসকৃত প্রশ্নের বিতরণের ক্ষেত্রে জড়িত সম্ভাব্য সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন সম্পর্কে একটি ধারণা তুলে ধরা হয়েছে।

১১. টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

১২. টিআইবি'র মতে এই প্রতিবেদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন্ বিষয় উঠে এসেছে?

গবেষণার মাধ্যমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হল- প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণের সাথে যেসকল সরকারি অংশীজন জড়িত তাদের একাংশ কোনো না কোনো পর্যায়ে প্রশ্ন ফাঁসের সাথেও জড়িত। ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর সাথে জড়িত থাকে বেসরকারি পর্যায়ের একাধিক অংশীজন। প্রশ্ন তৈরি, ছাপানো ও বিতরণের তিনটি পর্যায়ের প্রায় ১৮টি ধাপে প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি বিদ্যমান রয়েছে বলে গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।